

ধরিত্রী

শাহাদাত হোসেন

উৎসর্গ : জন কীটসকে (অকালে বা'ড়ে পরা এক প্রধান রোমান্টিক
কবি)

প্রাণাপূর্ণা ধরিত্রী!
ধরিলেই যখন বিপুলা প্রাণরাশী
তবে কেনো -
না ফুরাতেই সকালের গান
ভোরের পাখির কণ্ঠে - যেমনি টেনে দাও অকুণ্ঠে
রবির আগমনের সনে ইতিকথার তান;
তেমনি করে এতো অকালেই
(হে নির্লিপ্ত নিরাবেগী!)
তব সন্তানের - পূর্ণ বিকাশের আগেই
নিষ্ঠুর খাবার গ্রাসে
টানো জীবন-যবনিকার শেষ দৃশ্যের টান!

কেনো না বিলাতেই পূর্ণ সুগন্ধ
হে অন্ধ!
করো বৃন্তচ্যুত গোলাপ সম
ঘটাও বিস্ময়কর প্রতিভার অকাল মৃত্যু ?

কঠোর-ললিতাবেগ মিশ্রিত জীবপালিনী!
কী অনির্বচনীয় স্নেহাবেগে, বিচিত্র প্রপঞ্চরাশির সুধা ঢেলে দিয়ে
বাঁচাও আর বিকশিত ক'রে যাও অসহায় শিশুকে।
তবে কেনো তোমার সেই দয়ালুপ্রপঞ্চরাশী
মহানুভবতার উচ্চাশে ভাসি
প্রলম্বিতে নারে আয়ুষ্কাল
পারেনা লালিতে, না পারে ভ'রে দিতে প্রাণের ঢালিতে
অকাল মৃত্যুপথযাত্রীর প্রাণাধার।

আর্তচিৎকার প্রিয়জনহারার
কাঁপিয়ে তুলছে গগনের সব তাঁরা
একে যাচ্ছে অক্ষিকোঠরে, রং মেখে মেখে নিত্য বিষাদের,
স্বজনহারা-শোকের কালো চিহ্নের চিত্র।

অগো জননী!
এ-কোন খেলা খেলছো প্রাণের খেলনা দিয়ে
জীবন প্রত্যাশার আলো জ্বলে

যে খেলা করো আরম্ভ, কোন বিবেচনায় করো তা সাংগ
নিভিয়ে দিয়ে প্রত্যাশার আলো বিচ্ছেদের জলে?

কোন হিংস্রপ্রমত্ততার উস্কানিতে
তুমি নির্ধূর , ধরি রাখিতে নারো তব স্নেহের সুর
আপন হৃদয়ে তোমার।

কোন অলক্ষ্যে
দু'মাসের শিশু, এখনো যে বাবা মা ডেকে
জনক-জননীর অতল তৃষ-ার্ত হৃদয়ে-
তৃপ্তির লেশমাত্র চিহ্ন দেয়নি একে।
তব নির্মম হস্তের থাবাখানি
নির্লিপ্ত নির্বিকারের রাগে হানি
ছিনিয়ে নাও অভ্যস্তর হাতে
তার অবিকশিত প্রাণখানি?

ছিলো মোদের রোগ, জ্বর পীড়ন
নাইবা পেতাম তা-হতে নিবারন
না হয় মিলিয়ে দিতে মোদের অসীম শূন্যতায়।
নির্দয় নির্বিকার তুমি!
তোমার মতো করে
কেনো গড়িলেনা মোদের প্রাণ পুরীয়ে
কেনো হৃদয় ভরে দিলে আবেগের ভৈরবে?

কেনো স্নেহ-প্রেমমায়ার অতীব সুক্ষ অনুভূতিরশি
সযত্নে বিকশিত করো হৃদয়ের বনভূমে আসি
কেনো অপারগ করো মোদের
অপার সহজে করিতে বরন দুঃখ শোকে।
কেনো বিমর্ষ ক'রে আচ্ছাদিতো
ক'রে স্তব্ধ প্রাত্যহিকতাকে?

ছিড়বেই যখন প্রেম-বন্ধনের ডোর
তবে কেনো হে নির্ধূর!
আবেগ-বন্ধনের গ্রহিতে দাও এতো জোড়
কঠিন মায়া-সূতার গ্রহনে
হৃদকমলের মালাখানি?

কেনো শোকের কালো ছায়া
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
করো না বাহির অতি সহজিয়া?